গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
টেলিভিশন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নম্বরঃ ১৫.০০.০০০০.০২৩.২৭.০০১.২৫- ৬০

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪৩২
০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মোছাঃ মাহফুজা আক্তার (কন্ট্রোলার/প্রোগ্রাম ম্যানেজার, বর্তমানে সাতক্ষীরা উপকেন্দ্রে সংযুক্ত, সাময়িক বরখাস্তকৃত), জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব), ঢাকা কেন্দ্রে কর্মরত থাকাকালীন জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস-এর বিধি ১০ এবং ১২ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও পুন:অর্পণ সংক্রান্ত গত ১৬.০৮.২০১৫ তারিখের ৩৫১ (১) সংখ্যক পত্রের নির্দেশনা এবং সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর আর্থিক অসদাচরণ সংক্রান্ত বিধি ২৩ (১) ও (২) লঙ্ঘন করে বিটিভি ঢাকা কেন্দ্রের ২০২২-২৩ অর্থবছরে শিল্পী সম্মানি কোডে মোট বরাদ্দকৃত ৫৯.৭১ কোটি টাকার অতিরিক্ত ১৩.২৮ কোটি টাকা অর্থ বিভাগ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে ব্যয় করেছেন;

০২। যেহেতু, তিনি বিটিভি ঢাকা কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক অনুষ্ঠানসূচি প্রণয়নের জন্য ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির (১৯.০২.২০১৯ তারিখের ১৩৭৮ সংখ্যক পত্র দ্বারা গঠিত) অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে ২৫ মিনিট এবং ৫০ মিনিটের অসংখ্য ফিলার নির্মাণ করে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। কমিটির সুপারিশ ও মহাপরিচালকের অনুমোদন ব্যতিরেকে অতিরিক্ত অনুষ্ঠান (ফিলার) নির্মাণ করে অননুমোদিত অর্থ ব্যয় সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর বিধি ২৩ (১) ও (২) মোতাবেক আর্থিক অসদাচরণের শামিল এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮- এর ৩(খ) এবং ৩(ঘ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

০৩। যেহেতু, তিনি ঢাকা কেন্দ্রে পরিচালন বাজেটের আওতায় ২০২২-২০২৩ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে শিল্পী সম্মানি হার অনুসরণ না করে অতিরিক্ত ব্যয় ও অনিয়মের মাধ্যমে বর্ধিত হারে সম্মানি অনুমোদন করেছেন। যা পরবর্তীতে অডিট ইনস্পেকশন রিপোর্টে "অনুষ্ঠান ধারণের মাধ্যমে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় ১০.৪৪ কোটি টাকার আপত্তি" দেওয়া হয়েছে। বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়ের অডিট আপত্তির বিষয়টি ব্যক্তিগত দায় হিসেবে জনাব মোছাঃ মাহফুজা আক্তারের উপর বর্তায়;

০৪। যেহেতু, তিনি গত ০৩.০৪.২০২৩ তারিখের ১৩০১ সংখ্যক পত্রে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩য় প্রান্তিকের (জানুয়ারি/২৩-মার্চ/২৩) যে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন তাতে ব্যয় দেখানো হয়েছিল ১৯.৯৪ কোটি টাকা। প্রকৃতপক্ষে আইবাস রিপোর্ট অনুসারে শিল্পী সম্মানি কোডে ৩য় প্রান্তিকে ব্যয় হয়েছে ১৬.৬২ কোটি টাকা। অর্থাৎ ত্রৈমাসিক ব্যয়ের হিসাব Reconciliation না করার কারণে জনাব মোছাঃ মাহফুজা আক্তার ৩.৩২ কোটি টাকা ব্যয় বেশি দেখিয়েছেন এবং তিনি গত ২৬.০৬.২০২৩ তারিখের ২৪৮২ সংখ্যক পত্রে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪র্থ প্রান্তিকে (এপ্রিল/২৩-জুন/২৩) বিটিভি সদর দপ্তরে যে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন তাতে ব্যয় দেখানো হয়েছিল ৬.৬৭ কোটি টাকা। প্রকৃতপক্ষে আইবাস রিপোর্ট অনুসারে শিল্পী সম্মানি কোডে ৪র্থ প্রান্তিকে ব্যয় হয়েছিল ৪.১৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ ত্রৈমাসিকে ব্যয়ের হিসাব Reconciliation না করার কারণে তিনি ৪র্থ প্রান্তিকে ৬.৬৭-৪.১৬=২.৫১ কোটি টাকা ব্যয় বেশি দেখিয়েছেন। প্রতি ত্রৈমাসিক ব্যয়ের হিসাব Reconciliation করলে ibass report-এর বাইরে কম/বেশি ব্যয় দেখানোর সুযোগ ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর সুবিধামতো ব্যয় কম/বেশি দেখিয়ে আর্থিক অনিয়ম আড়াল করার চেষ্টা করেছেন, যা সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর বিধি ২৩ (১) ও (২) মোতাবেক আর্থিক অসদাচরণের শামিল এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮- এর ৩(খ) এবং ৩(ঘ) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।;

০৫। যেহেতু, তিনি গত ০৯.০২.২০২৩ তারিখের ১১৮০ সংখ্যক পত্রে ২০২২-২৩ অর্থবছরে "৩২৫৭২০৬ শিল্পী সম্মানি" কোডে অতিরিক্ত ২০ কোটি টাকাসহ ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য মহাপরিচালক বিটিভির নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তিনি পুনরায় গত ০৩.০৪.২০২৩ তারিখে ১৩০৪ সংখ্যক পত্রে একই কোডে বর্তমান বরাদ্দের অতিরিক্ত ১৬.২৯ কোটি টাকাসহ মোট ৭৬ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের জন্য মহাপরিচালক বিটিভির নিকট একাধিকবার পত্র প্রেরণ করেন। বার বার মহাপরিচালক বিটিভির নিকট পত্র প্রেরণ করে অস্বাভাবিকভাবে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ চাওয়া এবং খরচের যথাযথ হিসাব ও সমন্বয় না করা সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর বিধি ২৩ (১) ও (২) অনুযায়ী আর্থিক অসদাচরণের শামিল ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

০৬। যেহেতু, তিনি গত ১৩.০৫.২০২৫ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। শুনানিকালে আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁর স্বাক্ষরিত ১৪.০৮.২০২৩ তারিখের ২৭১৬ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে "বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা কেন্দ্রের '৩২৫৭২০৬-সম্মানি' কোডে ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রান্তিক ভিত্তিক ব্যয়ের বিবরণী" সংক্রান্ত ০১ টি পত্র ও ০২টি নোটশীট উপস্থাপন করেন। উক্ত পত্র ও নোটশীটের মাধ্যমে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩য় ও ৪র্থ প্রান্তিকে তাঁর খরচকৃত ১৬,২৮,১৪,০০৬/- (ষোল কোটি আঠাশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার ছয়) টাকা ব্যয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে। কিন্তু বিটিভি, ঢাকা কেন্দ্রের সকল নথিপত্র যাচাই বাছাই করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত জেনারেল ম্যানেজার কর্তৃক ১৪.০৫.২০২৫ তারিখে স্বাক্ষরিত ৪৭২ সংখ্যক পত্রে এবং উপমহাপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ২১.০৫.২০২৫ তারিখের ১১৭৮ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে উক্ত ০১টি পত্র ও ০২টি নোটশীট বিটিভি ঢাকা কেন্দ্রের অর্থ ও হিসাব শাখা হতে ইস্যু করা হয়নি।

চলমান পাতা-০২

প্রকৃতপক্ষে উপস্থাপিত ০১টি পত্র ও ০২টি নোটশীট ভুয়া (Fake) ও Fabricated। মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট ভুয়া ও Fabricated পত্র ও নোটশীট উপস্থাপন করে জনাব মোছাঃ মাহফুজা আক্তার নিজের আর্থিক অনিয়ম গোপন করার চেষ্টা করেছেন, যা অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত অপরাধ;

০৭। যেহেতু, তাঁর এহেন কর্মকান্ডে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি'র অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ০১/২০২৫ রুজু করা হয়। বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী রেজিস্ট্রি ডাকযোগে তাঁর স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁর লিখিত বক্তব্যসহ জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণে আগ্রহী কি-না তাও জানানোর জন্য পত্র দেয়া হয়;

০৮। যেহেতু, তিনি ১৩.০৫.২০২৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ এবং লিখিত জবাব দাখিল করেন। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(৩) বিধি অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) ও ৩ (ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'-র অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় এবং একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি অনুযায়ী ১৯.১১.২০২৫ তারিখের ৪১৫ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে কেনো তাঁকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" বা বিধিমালায় বর্ণিত অন্য কোনো গুরুদন্ড প্রদান করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়;

০৯। যেহেতু, তিনি গত ২৬.১১.২০২৫ তারিখ ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। জবাবে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত এবং তদন্তে প্রমাণিত অভিযোগসমূহের বিপরীতে কোনো সন্তোষজনক জবাব প্রদান করতে সক্ষম হননি। তাঁর এহেন কর্মকান্ডের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) ও ৩ (ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'-র অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। দাখিলকৃত জবাব ও তদন্ত প্রতিবেদনসহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪(৩) উপবিধি-১(ঘ) অনুযায়ী "চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)" নামীয় গুরুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯-এর ৬ নম্বর রেগুলেশন মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে "চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)" সূচক গুরুদন্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন-এর পরামর্শ চাওয়া হলে কমিশন জনাব মোছাঃ মাহফুজা আক্তার, কন্ট্রোলার/প্রোগ্রাম ম্যানেজার (বর্তমানে সাতক্ষীরা উপকেন্দ্রে সংযুক্ত, সাময়িক বরখাস্তকৃত)-কে "চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)" সূচক গুরুদন্ড প্রদানের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন; এবং

১০। সেহেতু, জনাব মোছাঃ মাহফুজা আক্তার-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি-এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(৩) উপ-বিধি ১(ঘ) অনুযায়ী অদ্য ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ তাঁকে "চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)" সূচক গুরুদন্ড প্রদান করা হলো।

১১। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

০৯/২/২০২৬

মাহবুবা ফারজানা
সচিব

নম্বরঃ ১৫.০০.০০০০.০২৩.২৭.০০১.২৫- ৬০(৮)

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪৩২
০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা;
০২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা;
০৩। উপদেষ্টার একান্ত সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টার সদয় অবগতির জন্য);
০৪। সচিবের একান্ত সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০৫। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা;
০৬। সিস্টেম এনালিস্ট, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
০৭। জনাব মোছাঃ মাহফুজা আক্তার, কন্ট্রোলার/প্রোগ্রাম ম্যানেজার, বিটিভি, ঢাকা কেন্দ্র (বর্তমানে বিটিভি সাতক্ষীরা উপকেন্দ্রে সংযুক্ত, সাময়িক বরখাস্তকৃত); এবং
০৮। অফিস কপি।

০৯/০২/২০২৬

শারমিন সুলতানা
উপসচিব
ফোনঃ ২২৩৩৫২১৯৪